সুরক্ষা এজেন্ডা বা সুরক্ষা কার্যক্রম

দুর্যোগ এবং জলবায়ু তাড়িত বৈদেশিক/ সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য

নরওয়ে এবং সুইজারল্যান্ড ২০১২ সালে আরো কয়েকটি দেশকে সাথে নিয়ে ন্যানসেন উদ্যোগ' (Nansen Initiatives) গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কতগুলো মূলনীতি ও বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐক্যমতে পৌছানো, যাতে করে দুর্যোগের কারনে বাস্তুচ্যুত হয়ে সীমান্ত অতিক্রমকারী বা বহিঃসীমান্তে আশ্রয়গ্রহণকারী মানুষগুলোর জন্য ভাল কিছু করা যায়।

এই ন্যানসেন উদ্যোগের ফলাফলই হচ্ছে হ "দুর্যোগ এবং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য সুরক্ষা এজেন্ডা বা কার্যক্রম" (আমরা এটিকে সুরক্ষা কার্যক্রম বলব) যেটা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ২০১৫ সালের ১২-১৩ অক্টোবর আন্ত:রাষ্ট্রীয় দেশগুলোর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। ন্যানসেন উদ্যোগের মূল ফলাফল যা আন্ত:রাষ্ট্রীয় দেশগুলো এবং নাগরিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে তা পরবর্তীতে ১০৯টি রাষ্ট্র কতৃক অনুমোদিত হয় এবং এর পর এই সুরক্ষা কার্যক্রম এর বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়। গৃহীত সুরক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হয়েছে;

১.দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য সুরক্ষা কার্যক্রম

দুর্যোগ-তাড়িত বৈদেশিক বা সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষের সুরক্ষা প্রদান বিষয়টি আশ্রয় প্রদানকারী দেশগুলোতে দুই ভাবে নিশ্চিত হতে পারে। আশ্রয় প্রদানকারী দেশ হয় ঐ বাস্তুচ্যুত মানুষদেরকে অস্থায়ীভাবে তার দেশে আশ্রয়দানের সুযোগ দিবে অথবা আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে দুর্যোগ চালকালীন সময়ে তাদের নিজ দেশে ফেরৎ পাঠান থেকে বিরত থাকবে। এই দুয়ের যেটাই ঘটুক না কেন, অস্থায়ীভাবে এই মানবিক সুরক্ষা প্রদানকালীন সময়ে তাদের জন্য প্রয়েজনীয় চাহিদা পূরন এবং স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

ক. দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষদের গ্রহণ করা ও তাদের অবস্থান করতে দেয়া (বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায়)

বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে

না যে ঠিক কিভাবে এবং কোন প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষদের অন্যদেশে গ্রহণ করা হবে, অবস্থানকালীন সময়ে তারা কী কী অধিকার ভোগ করবেন এবং কোন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হলে তারা নিজদেশে ফিরে যাবেন অথবা কি উপায়ে তাদের সমস্যার জন্য স্থায়ীত্বশীল সমাধানের পথ খোঁজা হবে। যাই হোক, এক্ষেত্রে বেশ কিছু রাষ্ট্র তাদের জাতীয় আইন-কানুন এর উপর নির্ভর করে অথবা সংশ্লিষ্ট দেশেসমুহের অভিবাসন কতৃপক্ষের নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করে সীমান্ত অতিক্রমকারী জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত এবং অভিবাসীদেরকে গ্রহন করছে। এর বাইরেও কোন কোন ক্ষেত্রে শরনার্থী আইনের উপর নির্ভর করেও এই বিষয়টি অনেক দেশ বাস্তবায়ন করছে।

খ. দুর্যোগকালীন সময়ে প্রবাসে সীমান্ত অতিক্রমকারী অবিভাসীদের ফেরত না পাঠানো (বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট)

দুর্যোগকবলিত দেশের নাগরিক ও ঐ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীগণ কোন কারণে দুর্যোগকালীন সময়ে অন্য কোন দেশে আশ্রয় নিতে পাারেন। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সেক্ষেত্রে যদি

তাদের প্রচলিত অভিবাসন আইনের আওতার মধ্য দিয়ে দেশত্যাগ করতে হয় বা বিতাড়িত হতে হয়, সেক্ষেত্রে তাদের নিজ দেশে ফেরৎ আসার পর অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অনিরাপত্তার মুখোমুখি হতে হয় অথবা দুর্যোগের কারনে সৃষ্ট হওয়া অনেকগুলো কঠিন ও কষ্টকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এ রকম এবং অন্য ধরনের কোন পরিস্থিতিতে, কোন কোন রাষ্ট্র দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত অভিবাসীদেরকে দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের নিজ দেশে ফেরৎ পাঠায়নি বরং থাকার অনুমতি দিয়েছে অথবা গ্রহনকারী দেশে তাদের অবস্থানের সময় বৃদ্ধি করেছে। এর কারন হলো এই দেশগুলো আন্তর্জাতিক সংহতিতে বিশ্বাস করে ও মানবিক বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখে।

গ.দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য স্থায়ীত্বশীল সমাধান খোঁজা

দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত এবং ফেরৎ না যাওয়া এই ভিনদেশি মানুষগুলোকে গ্রহণ করা এবং বসবাস করতে দেয়ার মতো বিষয়গুলো আসলে অনুমোদন করা হয় স্বল্প সময়ের জন্য। যখন এই স্বল্পকালীন সময়টি শেষ হয়ে যায় তখন এই বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোকে অন্য কোন সমাধানের পথ খুঁজতে হয় যার মধ্যে রয়েছে স্থায়ীভাবে তাদের জীবন-জীবীকার পুনর্গঠন করা। এই পুনর্গঠন হতে পারে তাদের নিজ দেশে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে যে দেশে তারা আশ্রয় নিয়েছেন সেই দেশে অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন দেশে।

দুর্যোগ কবলিত দেশ এবং দুর্যোগ-তাড়িত বহিঃসীমান্ত বাস্তুচ্যুত মানুষদের আশ্রয়দানকারী দেশ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করা জরুরী যাতে করে দুর্যোগ পরবর্তী ফেরৎ আসা মানুষেরা নিজ দেশে সম্মানের সাথে গৃহিত হয়, নিরাপত্তা পায়, মর্যাদা পায়, মানবাধিকার পায়। এই সহযোগিতা নিশ্চিত হওয়ার ফলে উভয় রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে কিছু শর্তের ঐক্যমত্য হয়, যার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাস্তুচ্যুতরা ফেরৎ পরবর্তী স্থায়ীত্বশীল সমাধানের পথ খুঁজে পান।

সুরক্ষা কার্যক্রম কী?

সুরক্ষা কার্যক্রমে "সুরক্ষা" বলতে বোঝানো হয়েছে কোন ইতিবাচক কর্মকান্ড, যা রাষ্ট্রগুলো তাদের আইনি কাঠামোর মধ্যে কিংবা এর বাইরেও গ্রহণ করে থাকে দুর্যোগকবলিত মানুষের জন্য অথবা যারা বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের জন্য। এর উদ্দেশ্য হলো বিশেষ করে মানবাধিকার আইন, আন্তর্জার্তিক মানবিক আইন এবং শরণার্থী আইনের সাথে মিলিয়ে বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকারকে সমুন্নত রাখা।

যখন আমরা এই ধরনের সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবিক বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করছি, তখন এই "সুরক্ষা কার্যক্রম" উদ্দেশ্য কিন্তু এই নয় যে, রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক শরণার্থী বিষয়ক আইন, দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুতি এবং এই ধরনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের জন্য আন্তর্জাতিক শরনার্থী আইন, মানবাধিকার আইন ইত্যাদি আনের আওতায় সংশ্লিষ্ট দেশসমুহের রাষ্ট্রীয় আইনি বাধ্যবাধকতাগুলোকে সম্প্রসারিত করা।

বরং এই "সুরক্ষা কার্যক্রম" এর উদ্দেশ্য হলো জানা-বোঝার পরিধি বৃদ্ধি করা, এ বিষয়ে ধারণাগত কাঠামো প্রদান এবং কার্যকর অনুশীলনগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে দুর্যোগ-তাড়িত সীমান্ত অতিক্রমকারী বাস্তুচ্যুত মানুষদের সুরক্ষার বিষয়টিকে শক্তিশালী করা।

সুত্র: সুরক্ষা নীতিমালা, ভলিউম-০১